ঝিনাইদহে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গোয়ালপাড়া গ্রামে পারিবারিক কলহের জের ধরে সাগরিকা আক্তার বুলবুলি নামের এক গৃহবধুকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামী শিমুল মিয়ার বিরুদ্ধে। এ ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে অভিযুক্ত স্বামী।

রোববার (২৪মে) ভোররাতে সদর উপজেলার গোয়ালপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত সাগরিকা আক্তার বুলবুলি সদর উপজেলার করিমপুর গ্রামের ইন্তাজ আলী বিশ্বাসের মেয়ে এবং পলাতক স্বামী শিমুল হোসেন একই উপজেলার গোয়ালপাড়া গ্রামের রহিম মিয়ার ছেলে।

নিহতের পিতা ইন্তাজ আলী বিশ্বাস অভিযোগ করেন, বেশ কয়েকদিন ধরে শিমুল তার স্ত্রী বুলবুলিকে মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করে আসছিলো। বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য চাপও দিচ্ছিলো। এর আগের মারধর করার কারণে বুলবুলি বাবার বাড়িতে চলে যায়। গত ৩ দিন আগে শিমুল তাকে নিয়ে বাড়িতে আসে।

শনিবার গভীর রাতে বুলবুলিকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে শিমুল। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থা রোববার ভোররাতে মারা যায় বুলবুলি।

এ ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে অভিযুক্ত স্বামী শিমুল হোসেন। হত্যাকারী শিমুল হোসেনকে গ্রেফতার করে শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্বজনরা।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আসাদউজ্জামান বলেন, ঘটনার সংবাদ শুনে আমি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। আসামী গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

দর্শনায় কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা মামলার প্রধান আসামীসহ গ্রেফতার ৪

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানাধীন দর্শনা পৌরসভা এলাকার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের রিপন (৪৫) নামে একজনকে কুপিয়ে গুরুতর জখম মামলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসী খাইরুল(৩৫), হাশেম আলী(৫৬), আব্দুল কুদ্দুস (৩০) ও শরিফুল ইসলাম (২৮) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) ভোরে ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার পুড়া পাড়া গ্রামে থেকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা দর্শনা থানাধীন দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ বুধবার ভোরে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার মনিরুল ইসলামের নির্দেশে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগশন-এর সহযোগিতায় পুলিশের একটি বিশেষ টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মহেশপুর থানা পুলিশের সহযোগিতায় ঝিনাইদাহ জেলার মহেশপুর উপজেলার পুড়াপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে বিএনপি কর্মী রিপনকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করা মামলার আসামি নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী খায়রুল ইসলাম, হাসেম আলী, আব্দুল কুদ্দুস ও শফিকুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে। এরপর তাদেরকে দর্শনা থানায় হস্তান্তর করা হয়।

উল্লেখ্য, গত রবিবার সন্ধ্যায় দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত্য মান্নানের ছেলে রিপন নিজ বাড়ি থেকে ইফতার শেষ করে ঈশ্বরচন্দ্রপুর বড় জামে মসজিদে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করার সময় আগে থেকে ওত পেতে থাকা আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী খায়রুল ও হাশেম সহ ৪/৫ জন তার উপরে হামলা করে। এরপর তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলো পাতাড়ী কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। হামলার পর সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।তার অবস্থা অবনতি হলে ওই রাতেই তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা বিরাজ করছিল। অভিযোগ রয়েছে, আওয়ামী

লীগ সমর্থিত হাসেম ও খায়রুল কামড়ি গং রিপনের মধ্যে পূর্বে বাগবিতণ্ডা হয়। এ বিরোধের জের ধরেই পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি পরিবারের।

এ ঘটনার প্রতিবাদে রাত ৯টার দিকে দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক নাহারুল ইসলাম মাস্টারের নেতৃত্বে শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলে বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। পরে তারা দর্শনা থানা ঘেরাও করে দ্রুত আসামিদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

দর্শনা পৌর বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট বলেন, রিপনের ওপর হামলা পরিকল্পিত। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই ইফতার শেষে মসজিদে যাওয়ার পথে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে কুপিয়ে জখম করা হয়েছে। আমরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় এবং অবিলম্বে জড়িতদের গ্রেফতারের দাবি করছি।

ওই রাতেই আহত রিপনের ভাই রুবেল বাদী হয়ে খাইরুল, হাশেম, কুদ্দুস ও শফিকুল সহ ১৩ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত ২০-২৫ জনের নামে দর্শনা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। এরপর জেলা পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট আসামিদের ধরতে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান পরিচালনা করেন। অবশেষে ৩ দিন পর আজ বুধবার ভোরে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সহযোগিতায় পুলিশের একটি টিম ৪ জনকে গ্রেফতার করে।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, অন্য আসামিদের ধরতে পুলিশের একাধিক টিম তৎপর রয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে বলেও তিনি জানান।

ঝিনাইদহে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে ও

পিটিয়ে হত্যা

ঝিনাইদহ শহরের পবহাটিতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুরাদ হোসেন
(৩৮) নামের এক ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে।

শনিবার (২৯নভেম্বর) দুপুরে পবহাটি সিটি মোড়ে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মুরাদ হোসেন পবহাটি মন্ডল পাড়ার মৃত আফজাল হোসেনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, গত ২২ নভেম্বর শনিবার মুরাদ হোসেনের পিতা আফজাল হোসেন মারা যায়। বাবার মৃত্যুর পর কুলখানী না করায় তার চাচাতো ভাই আলম মন্ডল ব্যাঙ্গ করে বলেন ভিক্ষা করে দোয়ার আয়োজন করতে। এ নিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় মুরাদ হোসেন ও আলম মন্ডলের কথাকাটাকাটি ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এরই জের ধরে শনিবার দুপুরে পবহাটি সিটি মোড়ে মুরাদ বসে থাকা অবস্থার তার চাচাতো ভাইয়ের ছেলে সৌরভ তিনটি মোটরসাইকেলে কয়েকজনকে সাথে নিয়ে দেশীয় অস্ত্রসহকারে মুরাদের উপর হামলা করে। সে সময় মুরাদকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর যখম করে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মুরাদকে মৃত ঘোষণা করে। এ ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্বজন ও এলাকাবাসী।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুূল্লাহ আল মামুন বলেন, ঘটনাটি শুনা মাত্রই আমাদের ফোর্স ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। লাশটি সদর হাসপাতাল থেকে হস্তন্তর করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। আসামীকে ধরতে পুুলিশ কাজ করছে। এ ঘটনায় ভিকটিমের পক্ষে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় জমি নিয়ে সংঘর্ষ; ৫ জনকে কুপিয়ে জখম

আলমডাঙ্গায় জমি নিয়ে সংঘর্ষে ৫ জনকে কুপিয়ে জখম করেছে প্রতিপক্ষ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় একজনকে রাজশাহী রেফার্ড করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের খুদিয়াখালী গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে একই পরিবারের পাঁচজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (রামেক) পাঠানো হয়েছে।

জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার সকাল আনুমানিক আটটার দিকে খুদিয়াখালী গ্রামের মৃত ভাদু বিশ্বাসের ছেলে বজলুর রহমান দোপের মাঠে তার জমিতে যান। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান তার চাচাতো ভাইয়েরা জমি দখল করে ভুট্টা রোপণ করছেন। বজলুর রহমান এতে বাধা দিতে গেলে প্রতিপক্ষের লোকজন তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। সংবাদ পেয়ে বজলুর রহমানের ভাই শাহাজান, ছেলে রকিবুল ইসলাম ও তরিকুল ইসলাম এবং রকিবুলের স্ত্রী তৃপ্তি খাতুন ঘটনাস্থলে ছুটে যান। এসময় প্রতিপক্ষরা তাদের উপরও হামলা চালায় এবং কুপিয়ে জখম করে।

স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. শাপলা খাতুন জানান, আহত পাঁচজনের শরীরেই ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে একজনের অবস্থা খুবই গুরুতর হওয়ায় তাকে দ্রুত রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। বাকি চারজন সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান পিপিএম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, “জমি সংক্রান্ত বিরোধের কারণেই এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। খবর পাওয়ার পরপরই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ পর্যন্ত থানায় কেউ মামলা দায়ের করেননি। লিখিত অভিযোগ পেলে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং জড়িতদের অবিলম্বে আইনের আওতায় আনা হবে।”

ঝিনাইদহে ভ্যানচালক ও তার

ছেলেকে কুপিয়ে জখম

ঝিনাইদহে ভ্যান ভাড়া নিয়ে কথাকাটির জেরে ভ্যানচালক জাহাঙ্গীর হোসেন (৫৫) ও ছেলে ইজাজুল হক (২৪) কুপিয়ে জখম করেছে এক সন্ত্রাসী।

গতকাল মঙ্গলবার রাত পৌনে ৮টার দিকে সদর উপজেলার গোয়ালপাড়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

জাহাঙ্গীর হোসেন সদর উপজেলার বাজিতপুর গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে এবং ইজাজুল হক জাহাঙ্গীর হোসেনের ছেলে। জাহাঙ্গীর হোসেন এলাকায় ব্যাটারী চালিত ভ্যান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন এবং ছেলে ইজাজুল গোয়ালপাড়া বাজারের ফুটপাথে ঝালমুড়ি বিক্রি করে। স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় বাবা-ছেলেকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেছে।

ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ঠ জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ সুলতানা মেফতাহুল জান্নাত বলেন, বাবা-ছেলে দুইজনকেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করা হয়েছে। ইজাজুল হকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তার ঘাড়ের শিরা কেটে গেছে। তার মাথা ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কুপিয়ে জখম করা হয়েছে। তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় রেফার করা হয়েছে।

আহত জাহাঙ্গীর হোসেনের ভাই ইকবাল হোসেন বলেন, তার ভাই ব্যাটারি চালিত ভ্যান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। সন্ধ্যার পরে গোয়ালপাড়া বাজারে রাস্তার পাশে ভ্যান নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এসময় ঘোড়ামারা গ্রামের আঃ রহিমের ছেলে শিমুল হোসেন তাকে ভ্যান নিয়ে কোথাও যেতে বললে সে জানায় রাত হয়ে গেছে এখন যাবো না। এতে শিমুলের সাথে কথাকাটি হয় জাহাঙ্গীরের। এক পর্যায়ে শিমুল ধারালো দা নিয়ে এসে তাকে কোপানো শুরু করে। ছেলে ইজাজুল ঠেকাতে গেলে তাকেও কুপিয়ে জখম করে। পরে আমরা হাসপাতালে নিয়ে আসি।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, গোয়ালপাড়া বাজারে ভ্যানভাড়া নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে দুইজনকে কুপিয়ে জখমের সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেব।

আলমডাঙ্গায় দুই ভাইকে কুপিয়ে জখম

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার গাংনী ইউনিয়নের ফুলবগাদি গ্রামে নিজ জমিতে বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীর হামলায় জখম হয়েছেন দুই ভাই। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার (০১ অক্টোবর) সকালে।

আহতরা হলেন ফুলবগাদি গ্রামের মোনর আলীর দুই ছেলে মোতালেব হোসেন (৪০) ও সাইফুল ইসলাম (৪৭)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে মোতালেব ও সাইফুল নিজ জমিতে বেড়া দেওয়ার কাজ করছিলেন। এ সময় প্রতিবেশী আসাদ ও তার সহযোগীরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে।

আহত সাইফুল ইসলামের স্ত্রী নাসিমা খাতুন জানান, “নিজ জমিতে বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশী আসাদ ওরফে সোলাইমানদের সঙ্গে বিরোধের সৃষ্টি হয়। তারা বলে, জমিতে বেড়া দিলে ফসল ফলাতে সমস্যা হবে। আমি জানাই, ফসল ফলানোর সময় বেড়া সরিয়ে নেওয়া হবে। এরপরও তারা গালিগালাজ ও হত্যার হুমকি দেয়। বিষয়টি পুলিশকেও জানানো হয়েছিল।”

তিনি আরও বলেন, “এরই জেরে আজ সকালে আমার চাচাতো দেবর মুজিবর, সিদ্দিক, নূর ইসলাম, আসাদ ওরফে সোলাইমান, সাব্বিরসহ কয়েকজন লাঠিসোঁটা ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে আমাদের ওপর হামলা চালায়। এতে আমার স্বামী ও দেবরকে কুপিয়ে জখম করে। আমি প্রতিবাদ করলে আমাকেও বাঁশ দিয়ে বেধড়ক পেটানো হয়। পরে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সহায়তায় দুজনকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।”

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. ইসরাত জেরিন জেসি বলেন, “দুজনের শরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে একজনকে ছেড়ে দেওয়া হলেও অপরজনকে ভর্তি রাখা হয়েছে।”

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান বলেন, “ঘটনাটি শুনেছি। আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

দর্শনায় দিনে-দুপুরে জুয়েলারী ব্যাবসায়ীকে কুপিয়ে স্বর্ন লুটের চেষ্টা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় দিনদুপুরে এক স্বর্ন ব্যাবসায়ীকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে স্বর্নের দোকানে লুট করার চেষ্ঠা চালিয়েছে একটি সংঘবদ্ধ চক্র।

জানাগেছে, গতকাল মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে দর্শনা পুরাতন বাজার মোড়ে বন্ধু জুয়েলার্সে এ ঘটনা ঘটে। আহত জুয়েলারী ব্যাবসায়ী শ্রী সঞ্জয় কুমার সান্তারা (৩৬)কে রক্তাক্ত অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেছে। ঘটনার বিবরনে জানাগেছে, গতকাল মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে একজন ক্রেতা সেজে মুখে মাক্স পরিহিত অবস্থায় বন্ধু জুয়েলারীতে আসে।

এসে জুয়েলারী ব্যাবসায়ী সঞ্জয় কুমারকে বলে আমার বিয়ের অনুষ্ঠানে কিছু স্বর্নের জিনিস লাগবে একটু দেখান।সঞ্জয় ক্রেতাকে স্বর্নের কানের দুল চেইন আংটি বিভিন্ন আইটেমের জিনিস দেখাই। ক্রেতা বলে আপনার একাউন্ট নাম্বার দেন জুয়েলারী ব্যাবসায়ী সঞ্জয় বলে আমার কোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার নাই। ক্রেতা বলে তাহলে বিকাশ নাম্বার দেন সেটাও আমার নাই।সঞ্জয় বলে সামনে বুথ আছে আপনি টাকা তুলে নিয়ে আসেন। তখন ক্রেতার হাতে একটি ব্যাগ ছিলো ব্যাগ থেকে চাকু বা হাতুড়ি বের করে তা দিয়ে স্বজরে জুয়েলারী ব্যাবসায়ী সঞ্জয়কে মাথায় আঘাত করে।পরে সঞ্জয় দোকানের ভেতর পড়ে গিয়ে চিৎকার করলে আশেপাশের লোকজন দ্রুত এগিয়ে আসে। পরে সঞ্জয় কে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। আহত সঞ্জয় দর্শনা কলেজ পাড়ার শ্রী সুধীর সান্তারা স্বর্ণকারের ছেলে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শ্রী সঞ্জয়ের মাথায় প্রায় নয়টি সেলাই হয়েছে বলে জানা গেছে।এ ঘটনায় সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলে সঞ্জয় বলে আমি তাকে চিনতে

পারেনি মুখে মাক্স পরা ছিল। এ ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, মুখে মাক্স পরা অবস্থায় একজন মেরে পালিয়ে যায়।

এ ঘটনায় খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলার এ এসপি জামাল আল নাসের ও দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর ঘটনাস্থলে সাথে সাথে আসেন এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।পরে সিসি টিভির ফুটেজ দেখে ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে।এ বিষয়ে দর্শনা জুয়েলারী ব্যাবসায়ীর সাধারন সম্পাদক অবনী সান্তারা বলেন,পুলিশ আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছে দ্রত আসামীকে গ্রেফতার করবো।এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর বলেন,আমরা দ্রত সিসি ক্যামরার ফুটেশ দেখে এবং সনাক্ত করে তাকে দ্রত গ্রেফতারের প্রক্রিয়া চাল্লাছি।এ ঘটনায় মামলার প্রস্ততি চলছে।

চুয়াডাঙ্গায় পিতা-পুত্রকে কুপিয়ে হত্যা, আটক-২

চুয়াডাঙ্গার আলোকদিয়ায় জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে বাবা ও ছেলেকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে ভালাইপুর বাজার পার হয়ে নতুনপাড়া এলাকায় তোফাজ্জল হোসেনের চাতালের পাশে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, আলোকদিয়া বাজারের মৃত বুদ্দিন আলীর ছেলে তৈয়ব হোসেন (৩৮) ও তার ছেলে মিরাজ (১৭)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মাঠে কাজ করার সময় তৈয়ব হোসেনের চাচাতো ভাই বাবু ও তার ভাগ্নে রাজু এসে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মিরাজকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা করে। তাকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে বাবাকেও কুপিয়ে গুরুতর আহত করা হয়। আহত তৈয়ব হোসেনকে চুয়াডাঙ্গা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে, চিকিৎসক তাকে কুষ্টিয়ায় রেফার্ড করে এবং পথিমধ্যেই তার মৃত্যু হয়।

পুলিশ ঘটনার পরপরই ঘাতক বাবু ও রাজুকে গ্রেফতার করেছে। এলাকাবাসী

তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

গাংনীতে কুপিয়ে জখম করাই ৩ জনের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড

মেহেরপুরের গাংনীতে কুপিয়ে জখম করাই মোঃ খায়রুল ইসলামকে ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অপর দুই আসামি ঠান্ডু ও হান্নান হোসেনকে ছয় মাসের কারাদণ্ড এবং ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত।

আজ বুধবার দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, প্রায় ১ বছর ৭ মাস আগে রাত ৮টা ৩০ মিনিটের দিকে গাংনী উপজেলার এক গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। অভিযোগে বলা হয়, বাদীর বাড়িতে আসামি রিপন তার ছেলের গলা টিপে ধরে। এ সময় বাদীর ভাই রহিম ঠেকাতে গেলে খায়রুল একটি হাসুয়া দিয়ে পিঠের বাম পাশে কোপ দেন, যার ফলে এক বিঘত লম্বা গভীর জখম হয়।

রহিমের স্ত্রী ঠেকাতে আসলে ঠান্ডু ও হান্নান তার কপালে আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে। বাদীর স্ত্রী জাহারুনকেও খলিল ও তাসলিমা লাঠি দিয়ে আঘাত করে। পরবর্তীতে বাদীকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে মিন্নাল। এছাড়াও আসামি খায়রুল, রহিমের ঘরের টিনের বক্স থেকে ৬০ হাজার টাকা চুরি করে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে খায়রুল ইসলাম, ঠান্ডু ও হান্নান হোসেনের বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন।

রায় ঘোষনার পরে আসামীকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

দামুড়হুদায় মাস্টার্স ছাত্রকে কুপিয়ে হ’ত্যা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার বদনপুর গ্রামের মাঠে মাসুদ রানা রঞ্জু (২৩) নামের এক মাস্টার্স পড়া ছাত্রের এলোপাতাড়ি কোপানো মরদেহ উদ্ধার করেছে দামুড়হুদা থানা পুলিশ। তার মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারাল অস্ত্রের আঘাত রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

নিহত রঞ্জু বদনপুর গ্রামের আজিজু রহমান মীরের ছেলে। গতকাল রবিবার রাত ৮টার দিকে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ থেকে ফোন পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌছে সংবাদের সত্যতা পান। চুয়াডাঙ্গা সহকারী পুলিশ সুপার কনক কান্তি দাস, দামুড়হুদা সার্কেল এ এস পি জাকিয়া সুলতানা ও দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবির ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

নিহতর পিতা আজিজুর মীর বলেন, গতকাল রবিবার সকাল ৯টার দিকে মাঠে ভুট্টা খেতে পানি দিতে যায় রঞ্জু। দুপুর দুইটার দিকে আমি রঞ্জুর জন্য খাবার নিয়ে মাঠে গিয়ে তাকে খুঁজে পায়নি। এসময় তার মোবাইলে কল দিলেও রিসিভ না হওয়ায় আমি বাড়ি ফিরে আসি। সন্ধ্যায় মাগরিবের পরেও যখন রঞ্জু বাড়ি না আসে তখন আমি কয়েকজনকে সাথে নিয়ে ছেলেকে মাঠে খুঁজতে যায়। জমির আসপাশে খুঁজে না পেয়ে ভুট্টা ক্ষেতের মধ্যে খোঁজা খুঁজির এক পর্যায় তাকে মাটিতে পরে থাকতে দেখি।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবির এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, রাত ৮টার দিকে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নাম্বার থেকে ফোন পেয়ে ঘটনাস্থল বদনপুর গ্রামের ভোলার বাগানের মাঠে একটি ভুট্টা ক্ষেতে মাস্টার্স এর ছাত্র রঞ্জুর লাশ দেখতে পায়। তার মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারাল অস্ত্রের আঘাতের ক্ষত দেখতে পাওয়া গেছে। আমরা এখনো (রাত সাড়ে ১০ টা) ঘটনাস্থলে অবস্থান করছি। পিবিআইকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

পিবিআই সদস্যরা এসে আলামত সংগ্রহ করার পর লাশ উদ্ধার করে মর্গে

পাঠানো হবে।